কাঁচের চুড়ি

স্কুটারটা বাঁক ঘুরে শপিং সেন্টারে প্রবেশ করতেই অতনু দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি করলো, "ধ্যুস!" তারপর ব্রেক কষে থামালো স্কুটারটা।

পিছনের সিট থেকে নেমে ওর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুনন্দা বিষণ্ন মৃদু গলায় বললো, "এই নিয়ে চারবার হ'ল ----।"

ওর মুখে অপরাধবোধের সুস্পষ্ট ছায়া। সত্যি, দোষটা প্রায় পুরোপুরিই ওর। অতনু অফিস থেকে আসা মাত্র সামনে কফির কাপটা নামিয়ে তাড়া দিয়েছে, "এই, শীগ্‌গীর করো। বাজার বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু।"

পুজো এসে পড়েছে অথচ বাজার হাট কিছুই হয়নি ওদের। মাঝে অতনু দিল্লীতে ছিল না, টেম্পরারি ডিউটিতে নাসিক যেতে হয়েছিল তাকে। ভেবেছিল দিন তিনেক লাগবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আট দিন লেগে গেল কাজটা শেষ হতে। একা একা বাজার করতে ভাল লাগে না সুনন্দার, বিশেষতঃ পুজোর বাজার। তাই আজ মহা উৎসাহে সকাল থেকে তোড়জোড় চলেছে। বাচ্চাদের স্কুলের হোমওয়ার্কগুলো স্কুল থেকে ফেরার পরই করিয়ে রেখেছে। খাবার টেবিলে ওদের ডিনার রেখে এসেছে। সকাল সাতটায় বাস আসে, শুতে দেরী হলে ভোরবেলা বিছানা থেকে তুলে ওদের রেডি করতে প্রলয় বাধে।

অথচ এত করেও গোড়ায় গলদ। আজ বিষ্যুৎবার এবং বাজার বন্ধ এ কথাটা সারাদিনে একবারও মনে পড়েনি তার। অতনুও মনে করাতে পারতো, কিন্তু ঠোঁট পুড়িয়ে কফি শেষ করে তাড়াহুড়োতে ইউনিফর্ম ছেড়ে 'মুফতি' পরে বাজার অভিমুখে রওনা হবার মধ্যে ও অন্য কিছু ভাবার সময় পায়নি। তবু খেয়াল করা উচিত ছিল, কারণ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে তারপর শাটার নামানো দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি এই প্রথম নয়।

তবু সুনন্দা যখন ম্লান মুখে বলে, "এই নিয়ে চারবার", ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া লাগে অতনুর।

তাই ওর গণনার ভুল শুধরে বলে না "চার নয়, আরও অনেকবার তোমার কথায় এমন 'ওয়াইল্ড্ গুজ্ চেজে' এসেছি আমরা।"

বরং নরম গলায় বলে, "যাকগে। এসেই যখন পড়েছি কি আর করা যাবে। তার চেয়ে সবজি আর ফল কিছু নিয়ে যাই বরং।"

আশ্বাসের বদলে ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠে সুনন্দার চোখে-মুখে। চট্ করে আর এক দিনের ঘটনা মনে পড়ে যায় তার। সেবার ওরা ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু বই কিনতে এসেছিল এবং দোকানপাট বন্ধ দেখে পাশের সব্জি বাজারে ঢুকেছিল। সঙ্গে ব্যাগ না থাকায় (থলি, বস্তা নিয়ে আর কে কবে বই কিনতে বেরোয়!) ওরা বেছে বেছে এমন জিনিস কিনেছে যা হাতে নেওয়া যায়। কেনাকাটা শেষ করে ফিরছে দু'জনে। অতনুর এক হাতে এক ছড়া কলা, অন্য হাতে মাঝারি সাইজের একটা তরমুজ। সুনন্দা একটা লাউ কাঁধে ঠেকিয়ে এক হাত দিয়ে ধরে আছে বীণাবাদিনীর ভঙ্গিতে, অন্য হাতে এক গোছা পালং শাক।

এমন সময় হঠাৎ, "গুড্ ইভিনিং স্যার ---- " বলে ফলভারে ভারাক্রান্ত অতনু টানটান হয়ে মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সুনন্দার সঙ্গে আগন্তুকের পরিচয় করিয়ে দেয়, "উইং কম্যাণ্ডার সুন্দরম, ---- আমার স্ত্রী ---- "

সুনন্দা হাসিমুখে মাথা হেলিয়ে প্রতিনমস্কার জানায়।

ওর লঘু বার্তালাপ শুনে কার সাধ্যি বোঝে যে ভিতর ভিতর ওর তখন "হে মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও মা"-এর অবস্থা।

সুন্দরমের হাবেভাবেও এতটুকু প্রকাশ পেলো না যে পরিস্থিতিটার কৌতুকপ্রদ অথবা অস্বস্তিদায়ক দিকটা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল উনি। যেন কোনও ককটেলে দেখা হয়েছে ওদের। শুধু কয়েক মিনিট পরে যখন সাক্ষাৎকারে ছেদ টেনে, "ও-কে, আই ওন্ট কীপ্ ইউ" বলে সুনন্দার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন, ওঁর কাঁচাপাকা গোঁফের পিছনে সৌম্য প্রশান্ত মুখখানায় চকিতে কৌতুকের ঝলক খেলে গেল যেন। স্কুটার

স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে জিনিসগুলো ক্যারিয়ারে রেখে ক্লান্ত হাত দুটো সোজা করতে করতে অতনু ও সুনন্দা দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সশব্দে হেসে উঠেছিল, আশেপাশের পথচারীদের বিস্মিত, কৌতুহলী ভ্রুক্ষেপ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু সাধ করে সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়বার পড়তে রাজী নয় সুনন্দা।

সভয়ে মাথা নেড়ে বলে, "না বাবা কাজ নেই সব্জি কিনে, তার চেয়ে চলো এমনিই একটু ঘুরে দেখি ফুটপাথের দোকানগুলো।"

একটা ঠ্যালাগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলো ওরা। ফুটপাথে একটি স্ত্রীলোক কাঁচের চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসে আছে।

অতনু জিজ্ঞেস করলো, "চুড়ি পরবে?"

শেষ ফুচকাটা মুখে নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো সুনন্দা। ফুচকা- ওলার পয়সা মিটিয়ে দেবার পর চুড়ি-কেনা পর্ব শুরু হল। অন্য কোন খদ্দের নেই। চুড়িওয়ালীর অখণ্ড মনোযোগের পাত্র ওরা এখন। খুঁজে পেতে পছন্দ করে দু'হাতে এক গোছা করে চুড়ি পরলো সুনন্দা অনেক দিন পরে।

এরপর বাচ্চাদের জন্যে এক ঠোঙা জিলিপি কিনে সোজা বাড়ি। গিয়ে দেখে ছেলেমেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে। তাপু ও সঞ্জু চেস খেলছে, রিনি উল-কাঁটা নিয়ে পুতুলের জন্যে সোয়েটার বোনার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন। ওরা ভেবেছিল বাবা-মা নতুন জামাকাপড় আনবে ওদের জন্যে। সেটা আগামী কালের জন্যে মুলতুবি হওয়ায় যেটুকু নিরাশার বাষ্প জমেছিল সেটা তক্ষুণি উপে গেল জিলিপির ঠোঙাটা পেয়ে। আধ কিলো জিলিপি নিমেষে নিঃশেষ।

রিনি হঠাৎ আবিষ্কারের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে, মা চুড়ি পরেছে!"

কাছে এসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো হাত দু'খানা তারপর মুগ্ধ স্বরে বললো, "কি সুন্দর দেখাচ্ছে মা'কে!"

সুনন্দা ওর মাথায় হাত রেখে বললো, "তোমাকেও কিনে দেবো।"

রিনি লজ্জা পেয়ে বললো, "ধ্যেৎ ----।"

ছোট ছেলে সঞ্জু কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চুড়িগুলো হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখে।

সুনন্দা একটু মজা করার জন্যে সরল মনে দু'হাত সামনে মেলে জিজ্ঞেস করে, "কোন চুড়িগুলো বেশী ভাল বল্‌তো, এ হাতেরগুলো না ও হাতের?"

সঞ্জুকে গম্ভীরমুখে ভাবতে দেখে হেসে ওঠে রিনি, "আরে কি বোকা, দু'হাতে তো একরকম চুড়িই পরেছে !"

সঞ্জুও হেসে ফেলে।

এত হাসি গল্পের মধ্যে সুনন্দা কিন্তু লক্ষ্য করেছে তাপু চুড়ি সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। অথচ সবার আগে ওরই নজরে পড়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচে ম্লান হয়ে গেছে ছেলেটা, সেটুকুও সুনন্দার দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণটা অজানা নয় তার। এর আগের বারের চুড়িগুলো তাপুকে মারতে গিয়েই ভেঙেছিল আর মাটিতে ছড়ানো চুড়ির টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে নির্মম গলায় বলেছিল সুনন্দা, "ভালই হয়েছে। এমন গুণধর ছেলের মা'কে আর চুড়ি পরে আহ্লাদ করতে হবে না।।আর যদি কখনো চুড়ি কিনি আমি ----।"

তিনটে ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই বড়টাকে নিয়েই ওর যত দুশ্চিন্তা। অথচ "প্রবলেম্ চাইল্ড" বলতে যা বোঝায় তাপু ঠিক সেরকম নয়। মনটা ভারী নরম। বাবা-মা, ভাই-বোনকে দারুণ ভালবাসে। ওর মনটাই সব থেকে দরাজ এ বাড়িতে। তবে কেমন একটা এলোমেলো অগোছালো ভাব। অর্ধেক দিন হোম ওয়ার্ক লিখে আনে না, টেস্ট কবে তা বেমালুম ভুলে যায়, বই খাতা পেন হারিয়ে আসে রোজ। এদিকে বুদ্ধি যে নেই তাও নয়। ইংলিশ ওর প্রিয় সাবজেক্ট - তাতে প্রতিবার হাইয়েস্ট নম্বর পায় ক্লাসে। কোনরকম গাফিলতি হয় না সে বেলায়। ছবি আঁকতে ভালবাসে, কয়েকটা প্রাইজও পেয়েছে। কিন্তু বাকী সব বিষয়ে অষ্টরম্ভা। সুনন্দা ওর পিছনে সব সময় লেগে থাকে, কিন্তু উন্নতির বদলে অবনতিই হচ্ছে ক্রমশঃ।

অতনু মাঝে মাঝে বলে, "ওকে ছেড়ে দাও, নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু সুনন্দার মন মানে না। বারো বছরের ছেলে, কোন রকমে ঘষটে ঘষটে ক্লাস সেভেনে উঠেছে। এই করে কদ্দূর লেখাপড়া হবে কে জানে। আজকাল হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েও মেডিক্যাল কি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সীট পাওয়া দুষ্কর। এবং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হ'বার পরও যেখানে প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি নেই সেখানে এ ছেলের ভবিষ্যৎ কি? এই সব কথা প্রায়ই ভাবে সুনন্দা, ভেবে কোনও কূলকিনারা পায় না। ইদানীং প্রায়ই মারধোর করে তাপুকে, তারপর অনুশোচনায় দগ্ধে মরে। ও কেন রিনি ও সঞ্জুর মত হল না? ওরা দুজনে প্রতি পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করে আসছে সেই জুনিয়ার কে.জি. থেকে। অথচ তিনজনের মধ্যে তাপুই সব থেকে ব্রাইট ছিল ছোটবেলায় ----।

ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। অতনুও শুয়ে পড়েছে। অফিসে খুব ধকল গেছে সারাদিন। তার ওপর সন্ধ্যেটাও খামোকা ঘুরে মরেছে বাজারে। ড্রয়িংরুমে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে সুনন্দা। ক্লান্ত লাগছে, তবু এখন ঘুম আসবে না সুনন্দা জানে। চুড়িগুলোর দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ম্যাগাজিনে দৃষ্টি নিবিষ্ট করলো আবার। তাপুর বেডরুমে আলো জ্বলে উঠলো। ড্রয়িংরুম পার হয়ে বাথরুমে ঢুকলো তাপু। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বার করে জল খেলো। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ না তুলেও বুঝতে পারলো সুনন্দা, তাপু ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু উসখুস করে তাপু ওর গা ঘেঁষে বসলো। তারপর ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিলো। চোখে মুখে গভীর মনোযোগ ফুটিয়ে ম্যাগাজিনে চোখ আটকে রাখে সুনন্দা। তাপু কাঁচের চুড়িগুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো, আস্তে আস্তে হাত বুলোলো মা'র চুড়ি পরা হাতে।

তারপর সঙ্কোচভরা গলায় ডাকলো, "মা ----।"

"কি বাবা?"

তাপু মার কাঁধে মুখ লুকিয়ে থেমে থেমে বললো, "এবার থেকে আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করবো মা। দেখো আর কক্ষণো খারাপ নম্বর পাবো

না ---- "

সুনন্দা ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে ওর কপালে চুমু খেলো।